দৈনিক বাংলা
তারিখ 19 JUN 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

০৪

সংসদে '৯২-৯৩ সালের বাজেট পেশ ।। রাজস্ব আয় ১০৫৫৪ কোটি, ব্যয় ৮৫৫০ কোটি, নতুন কর ১৪০ কোটি টাকা

৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

রাজস্ব আয় পরিকল্পিতভাবে বাড়ানো এবং একই সঙ্গে রাজস্ব বা চলতি ব্যয় ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে বিনিয়োগ ব্যয় যথাসম্ভব বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছেন। তিনি একই সঙ্গে চলতি বছরের সংশোধিত ও সম্পূরক বাজেটও পেশ করেন।

জামাতে ইসলামী ছাড়া সকল বিরোধী এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা গতকাল বাজেট অধিবেশন বর্জন করেছেন।

বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ১০ হাজার ৫শ' ৫৪ কোটি এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৫শ' ৫০ কোটি টাকা। রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত হবে ২ হাজার ৪ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ হাজার ৬শ' ৫০ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে এই প্রথম রাজস্ব ব্যয়ের চেয়ে উন্নয়ন বরাদ্দ বেশি রাখা হয়েছে।

সংসদীয় পদ্ধতিতে দেশের নবযাত্রার পর এটাই প্রথম বাজেট।

আগামী অর্থবছরের বিভিন্ন কর থেকে রাজস্ব পাওয়া যাবে ৮ হাজার ৪শ' ৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে নতুন কর ধরা হয়েছে ১শ' ৪০ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে আদায় হবে আরো ৩শ' ১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগামী বছর অতিরিক্ত ৪শ' ৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য

নয়া বাজেটে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ২০০৪ কোটি এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান ৭০৫৩ কোটি টাকাসহ প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ হবে ৯৩০৯ কোটি টাকা। আর ৮৬৫০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নসহ মোট সম্পদের প্রয়োজন ধরা হয়েছে ৯৭৫৫ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, নিম্ন আয়-নিম্নপ্রবৃদ্ধির আবর্তে অর্থনীতি বন্ধ হয়ে আছে। প্রবৃদ্ধির গতি দীর্ঘদিন ধরে শীর্ণ। উন্নতির পরিমাণ নগণ্য। জনগণের বৃহত্তর অংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে।

তিনি বলেন, উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্যের আবর্ত থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন করতে হবে। কাঠামোগত পরিবর্তন এনে এবং বিনিয়োগ বাড়িয়ে প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশের ওপরে নিয়ে যেতে হবে।

চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আগামী বছরে রাজস্ব ব্যয় ৮ শতাংশের কিছু বেশি বাড়বে। সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষাখাতে—১৫শ' ৯২ কোটি টাকা, যা সার্বিক রাজস্ব বরাদ্দের প্রায় ১৯ শতাংশ। প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে ১৩৭৯ কোটি, পুলিশ প্রশাসন খাতে ৪০৫ কোটি এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ৪৯৭ কোটি টাকা। ভর্তুকির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪০৩ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর সুদ বাবদ ৬০২ কোটি এবং বৈদেশিক ঋণের ওপর সুদ বাবদ ৫০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অপ্রত্যাশিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা।

কর থেকে আয়

নতুন বাজেটে আমদানি-রফতানি শুল্ক থেকে ৩১শ', মূল্য সংযোজন কর থেকে ১৮৫০, আবগারী শুল্ক থেকে ১৫শ' ও আয় কর থেকে ১৪৬০ কোটি টাকাসহ কর খাত থেকে প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৫শ' ৭৩ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ ৭ হাজার ৭শ' ৪১ কোটি টাকা।

আগামী অর্থবছরে কর ব্যতীত প্রাপ্তি হবে ১৯৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে লভ্যাংশ বাবদ ৭০৫ কোটি এবং যমুনা সেতুর সারচার্জ ও লেভী বাবদ ৮৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। তার ও টেলিফোন বোর্ড থেকে নীট আয় হবে ৩১৫ কোটি টাকা। রেলপথে লোকসান ধরা হয়েছে ৯৮ কোটি টাকা।

রাজস্ব আয় বেড়েছে

চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা ৯১শ' কোটি টাকার চেয়ে ৪১৭ কোটি টাকা বেশি হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, গত বছরে রাজস্ব সংস্কারের যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা ফল দিতে শুরু করেছে। কর ব্যবস্থায় গতিশীলতা এসেছে। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে মে মাস পর্যন্ত পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায় ২৫ শতাংশ বেশি হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী তার ভাষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থার কতিপয় সংস্কারের প্রস্তাব করেন।

মূল্য সংযোজন কর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কর সংস্কারের ক্ষেত্রে এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী পদক্ষেপ এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আগামী অর্থবছরে সিগারেট, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, প্রাকৃতিক গ্যাসসহ আবগারী ব্যবস্থাধীন অধিকাংশ পণ্য ও সেবাকে ভ্যাট-এর আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাইফুর রহমান বলেন, উদার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি বাস্তবায়ন, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের অধঃগতি রোধ করে ক্রমানুয়ে তা বৃদ্ধি, আর্থিক ব্যবস্থা সুসংহত করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা। সরকারী খাতের অপচয় ও অদক্ষতা দূর করে উৎপাদনক্ষম ও লাভজনক করে তোলা এবং একই সঙ্গে বেসরকারী খাতকে সর্বপ্রকার সহায়তাদান ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত

বাজেট পেশ ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৭

বাজেট পেশ ঃ ১৪০ কোটি টাকা নতুন কর

(১ম পাতার পর)

করে জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা সরকারের লক্ষ্য।

বৈদেশিক সাহায্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের অনেক কঠিন শর্ত আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি, এ ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয় এমন কোন শর্ত সরকার গ্রহণ করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। তিনি বলেন, নিজেদের স্বার্থেই আমাদের সংস্কার চালাতে হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী জনগণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার অর্থনীতির সফলতা সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ক্ষুদ্র ভেদাভেদ ভুলে দৃঢ় প্রত্যয়ে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আহ্বান জানান।